JAN 23 2001 JAN. 2 01

খুলনা ভার্সিটি বন্ধ হলো যে কারণে—

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ সেশনজট, সন্ত্রাস ও ক্যাম্পাসে রাজনীতিবিহীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবারের অপ্রীতিকর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি কারও কারও দেখে 'নেয়ার মানসিকতার কারণে' শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার মতো লজ্জাকর ঘটনা ঘটলো বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ সেদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের কড়াকড়ি আছে, এ কারণে সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না। তবে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি আছে। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লেলিয়ে দেয়, এ অভিযোগ রয়েছে। কর্মচারীরা ছাত্রদের পছন্দ করে না; ছাত্ররাও তাদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত। আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে পণ্ড করে দেয়ার জন্য কোন বিশেষ মহল এ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বলে কারও কারও ধারণা। এদিকে, সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনায় ২০ জনের মতো শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে জানা গেছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। কোন রকম সভা, সমাবেশ, মিছিল যাতে অনুষ্ঠিত না হতে পারে সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখনও পুলিশ প্রহরা রয়েছে। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত রবিবার সকল শিক্ষার্থী প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করে। এদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ভিসি ও ট্রেজারার অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে যান। 'ছাত্রী আবাসন সমস্যা সমাধান সম্ভম নয়' এ রকম আলোচনায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এমনি এক সময় কর্মচারীরা উত্তেজিত হয়ে ইট ছুড়লে সংঘর্ষ বাঁধে। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়ে ১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে এ সংঘর্ষ চলে। ভাংচুর হয় ব্যাপক। ভিসি, ট্রেজারার হন লাঞ্ছিত। বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পুলিশী সহায়তায় হল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যাপারে ছাত্রদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রশাসন বহিরাগত সন্ত্রাসী এনে কর্মচারীদের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের আক্রমণ করে। শিক্ষক ও কর্মচারীরা এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি দায়ী করেছে। হল খালি করে দেয়া ছাত্ররা যারা শহরে রয়ে গেছে তাদের ওপর বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করছে বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। ছাত্রদের দাবি, 'সন্ত্রাসীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চিনে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। কর্মচারীরা সন্ত্রাসীদের ছাত্রদের চিনিয়ে দিচ্ছে।'

ক্যাম্পাসে ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারে না; কিন্তু শিক্ষকদের 'কল্যাণ সমিতি' নামে সংগঠন রয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচনের মাধ্যমে সমিতির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। উপরন্তু বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা স্কুলের ডিন নিয়োগের বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। ডিন নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষককে এড়িয়ে প্রশাসন তার পছন্দের শিক্ষক নিয়োগ করেছে অভিযোগ করে সহযোগী অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। আদালত শুনানি শেষে কর্তৃপক্ষের ডিন নিয়োগ আদেশের কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল স্কুলের সকল ডিসিপ্লিনের ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। কারণ ডিন ছিলেন ভর্তি কমিটির সভাপতি। এ বিষয়কে ঘিরে শিক্ষকদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্তি তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে আগের ভিসিকে মেয়াদ পূর্তির আগে চলে যেতে হয়।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। বেশকিছু দিন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তবে এবারেই অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রথম বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে না। এর পর রবিবারের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা ঘোষণা করা হবে। তার পরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, এটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১০ এপ্রিল।